দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 1 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ৫ কলাম ২

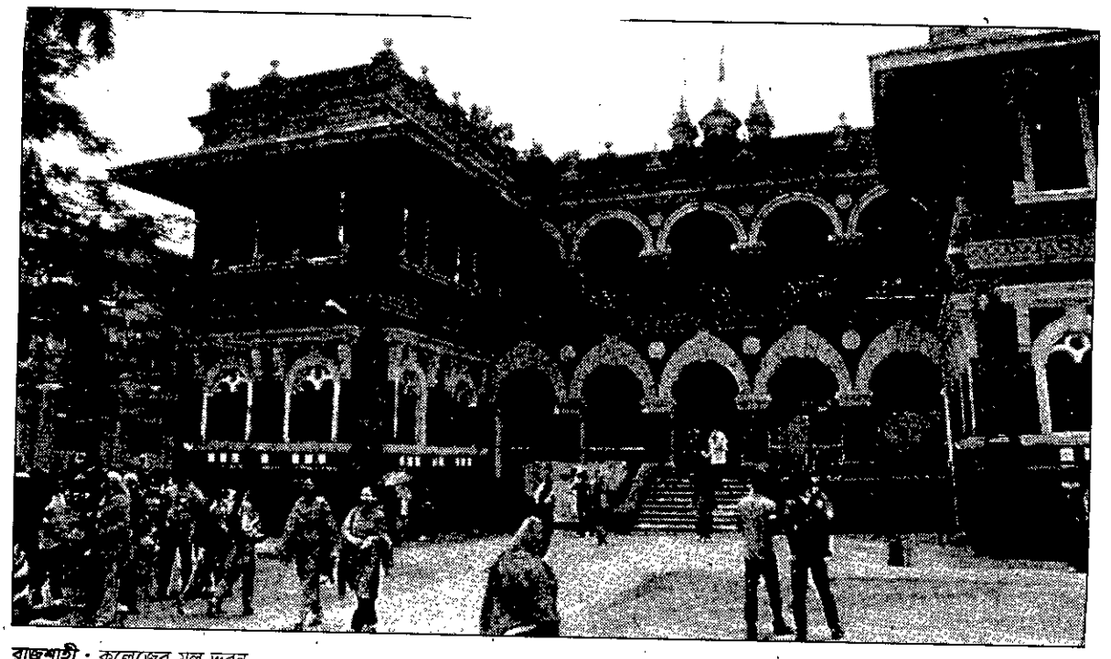

রাজশাহী : কলেজের মূল ভবন

–জনকণ্ঠ

শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও প্রযুক্তিতে আজও ঐতিহ্য অটুট

মামুন-অর-রশিদ, রাজশাহী ॥ উত্তরাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ঐতিহ্যবাহী শীর্ষ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৪৪ বছর পেরিয়ে আজ পা দিল গৌরবের ১৪৫ বছরে। প্রায় দেড় শ' বছর আগে ১৮৭৩ সালের আজকের দিনে (১ এপ্রিল) মাত্র ৬ ছাত্র নিয়ে রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষাবিস্তারে যে বৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ এক বিশাল ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। হাজারো জ্ঞানী-গুণী এ বিদ্যাপীঠের আলোয় আলোকিত হয়ে এখন আলো ছড়াচ্ছেন দেশ-বিদেশে।

দুই বছর ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাঙ্কিংয়ে দেশ সেরার তালিকায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে এ কলেজ। গৌরবের ১৪৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ শনিবার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৯টায় শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রা শেষে অনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধন পরবর্তী অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন কলেজের সাবেক কৃতী শিক্ষার্থীরা। এদের মধ্যে উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, রাবির সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর সনৎ কুমার সাহা, পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. অরুণ কুমার বসাক প্রমুখ।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমান জানান, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এ কলেজটি এখন দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই শুরু থেকে আজও প্রমত্তা পদ্মা নদীতীরে ৩৫ একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-সাহিত্যে, মননে-সৃজনে, বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি অবাক করে দিয়েছে সবাইকে। বর্তমানে কলেজের এইচএসসিসহ ২৪টি বিভাগে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডিগ্রী পাস কোর্সে পড়ানো হয়। অধ্যয়ন করছেন প্রায় ২৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। আর কর্মরত আছেন ২৫০ শিক্ষক।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, রাজশাহী শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নওগাঁর দুবলহাটির রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭২ সালে তার জমিদারির একটি অংশ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলকে দান করেন। তারই অর্থানুকূলে ১৮৭৩ সালের পহেলা এপ্রিল একজন মুসলিম ছাত্রসহ মোট ছয় ছাত্র নিয়ে কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে বর্তমান রাজশাহী

রাজশাহী কলেজ

কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সম্মান কোর্স চালু হয়। ১৮৭৮ সালে বিএ এবং মাস্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিখ্যাত রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু, উপমহাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি স্যার যদুনাথ সরকার, বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ অন্যতম সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার মৈত্র, সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান, জননেতা ও শিক্ষানুরাগী মাদার বখশ, বাংলাদেশের ৪ জাতীয় নেতার একজন এএইচএম কামারুজ্জামানের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এ কলেজের সবুজ চত্বরে ছিল তাদের পদচারণা। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজশাহী কলেজ ডিজিটাল করে নিয়েছে নিজেকে। কলেজের নিরাপত্তা বিধান করতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৮৮টি শ্রেণীকক্ষকে মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে। তার জন্য শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে ৪৫০টি ল্যাপটপ। প্রত্যেক বিভাগে রয়েছে ব্রডব্যান্ডের ইন্টারনেট সংযোগ। কলেজের যাবতীয় তথ্য প্রদর্শনের জন্য প্রশাসন ভবনে লাগানো রয়েছে এলইডি সাইনবোর্ড। কলেজকে আধুনিকীকরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বর্তমান অধ্যক্ষ মুহা. হবিবুর রহমান বিভাগীয় 'ইনোভেশন এ্যাওয়ার্ড-২০১৬' লাভ করেছেন। বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় রাজশাহী বিভাগে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে রাজশাহী কলেজ। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০১৩, ২০১৪ সালে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করে এবং একই বছর সরকারী কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে রাজশাহী কলেজ।

পরের বছর থেকে এখন পর্যন্ত এ মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে কলেজটি। কলেজ অধ্যক্ষ জানান, এ কলেজ নিয়ে তার অনেক ইচ্ছে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অনেক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বছর কলেজে আরও তিনটি বিভাগ খোলার চিন্তাভাবনা চলছে। আইসিটি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ খোলার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে যোগাযোগ করা হয়েছে।